মেহেরপুরের গড়পুকুর এখন বিনোদন ও খাবারের কেন্দ্রস্থল

মেহেরপুর শহরের রাস্তাঘাট একসময় ছিলো নানান ধরনের রাস্তার খাবারের দোকানে ভরপুর। ফুটপাতজুড়ে চলতো জমজমাট ব্যবসা, তবে এতে সাধারণ মানুষের চলাচলে ভোগান্তিও ছিলো কম নয়। পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে মেহেরপুরের তৎকালীন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালামের সিদ্ধান্তে ফুটপাতকে পুরোপুরি পথচারীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া এবং এসব দোকানিকে গড়পুকুর এলাকায় স্থানান্তর করা।

গড়পুকুর চত্বর ব্যবসায়ীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হলে সেটি ধীরে ধীরে রূপ নেয় এক অনন্য আড্ডাখানায়। এখন গড়পুকুর শুধু পুকুর নয় এটি এক প্রকারের মেলা। প্রতিদিনই এখানে মানুষের সমাগম বেড়েই চলেছে। পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, তরুণ-তরুণী সকলের ভিড় জমে থাকে সারাদিন।

ঘুরতে আসা মোঃ সাওন হোসেন বলেন, গড়ে এখন একটা মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। পরিবার নিয়ে ঘুরতে এসেছি। খাওয়া-দাওয়া করব আর সময় কাটাবো।

মাহি মুবাশ্বেরা বলেন, এখন খাবার কিনতে অনেক সুবিধা হচ্ছে। আগে রাস্তায় দাঁড়িয়ে খাবার কেনার সময় দুর্ঘটনার ঝুঁকি ছিল, কিন্তু এখন আর সে ঝুঁকি নেই। বাচ্চারাও গড়ের পাশে গিয়ে খেলতে পারে। যদিও পুকুরে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে একটু খেয়াল রাখলেই ঠিক থাকবে। এখন বসে খাওয়া যায়, গল্প করা যায় একটা সুন্দর পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

শুবতিপুরের মোঃ রাব্বি বলেন, রাস্তার তুলনায় গড়ের খাবার অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর। আগে ধুলাবালি, ময়লা খাবারে পড়ত, এখন আর সেই সমস্যা নেই। এছাড়া যানজটের সমস্যা থেকেও আমরা মুক্ত।

এনামুল হক বলেন, আগে রাস্তায় প্রচুর যানজট হতো। কিন্তু দোকানগুলো গড়ে স্থানান্তর হওয়ায় রাস্তা ফাঁকা হয়েছে এবং গড় এখন মেলার মতো লাগছে।

বিভিন্ন ধরনের খাবারের সমাহার ও খোলামেলা পরিবেশ সবমিলিয়ে

গড়পুকুর এখন ঘুরতে যাওয়ার অন্যতম জনপ্রিয় স্থান। দোকানিরাও নতুন জায়গায় স্বস্তি নিয়ে ব্যবসা করছেন। তাদের মতে, আগে ফুটপাতে জায়গা সংকট, যানজট আর বসার স্থানের সংকটে ব্যবসা করা কঠিন ছিলো। এখন গড়পুকুরে তারা নির্ভয়ে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে কাজ করতে পারছেন।

এ জে মোমো স্টেশনের আয়শা বলেন, আগে রাস্তায় মানুষজনকে বসানো সম্ভব ছিল না। কিন্তু এখন বসার ব্যবস্থা করায় ব্যবসা ভালো হচ্ছে।

মিস্টার স্মুদির ব্যবসায়ী সাকিব মাহমুদ বাপ্পী বলেন, রাস্তার তুলনায় এখানে অনেক ভালো ব্যবসা করছি। আগে জায়গা ছিল ছোট, অস্বাস্থ্যকর এবং নানা সমস্যায় পড়তে হতো। এখন আমরা ভালোভাবে খাবার রান্না করতে পারি, বিক্রি করতে পারি সবই সুবিধা হচ্ছে।

বার্গার ব্রাইটের রাকিবুল হাসান বলেন, এখানে খেতে আসা মানুষ আছে, কিন্তু খাবার নিয়ে যাওয়ার (টেকঅ্যাওয়ে) মানুষ কম। রাস্তায় যতটা বিক্রি হতো, এখানে তার চেয়ে কিছুটা কম বলা যায়।

গড়পুকুরের এই রূপান্তর শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে, পথচারীদের চলাচল সহজ করেছে এবং ছোট ব্যবসায়ীদের জন্য সৃষ্টি করেছে নতুন সম্ভাবনা।

বল্লভপুর বৃদ্ধাশ্রমে সেলিম রেজার উদ্যোগে খাবার ও তোয়ালে বিতরণ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামে অবস্থিত বল্লভপুর মিশন হাসপাতালের বৃদ্ধাশ্রমের বাসিন্দাদের মাঝে খাবার ও তোয়ালে বিতরণ করেছেন মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামের মৃত নইমুদ্দিন শা (নয়ন শা) এর ছেলে সেলিম রেজা। আজ শুক্রবার দুপুরে বৃদ্ধাশ্রমে বাসিন্দাদের মাঝে খাবার ও তোয়ালে বিতরণ করা হয়।

মানবিক এ উদ্যোগে পরিবার থেকে নির্বাসিত বৃদ্ধাশ্রমে স্থান হওয়া প্রতিটি বৃদ্ধা ও বৃদ্ধের হাতে একটি করে তোয়ালে তুলে দেওয়া হয় এবং তাদের জন্য দুপুরের খাবারের বিশেষ আয়োজন করা হয়। এ সময় সেলিম রেজা ও তার বড় ভাই জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির সদস্য এবং সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ নিজ হাতে খাবার পরিবেশন করেন এবং উপস্থিত সকলের খোঁজ খবর নেন। এছাড়াও তারা বৃদ্ধাশ্রম এর বাসিন্দাদের সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কেও জানতে চান।

খাবার বিতরণ শেষে সংক্ষিপ্ত এক বক্তব্যে সেলিম রেজার বড় ভাই আব্দুর রশিদ বলেন, “সমাজের প্রবীণরা আমাদের অভিভাবক। তাদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। আমার অনুপ্রেরণায় ও আমার ছোট ভাইয়ের অর্থায়নে তাদের জন্য সামান্য কিছু করার চেষ্টা করেছি ভবিষ্যতেও এইসব বৃদ্ধাশ্রমের অসহায় বাসিন্দাদের পাশে আমি সহ আমার পরিবার সবসময় থাকবে। এ সময় তিনি উপস্থিত সবার কাছে নিজের পরিবারের জন্য দোয়া প্রার্থনা করেন।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা কৃষকদলের সভাপতি আরমান আলী, ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ এবং কেদারগঞ্জ বাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক উদ্দিন, হাসপাতালের কর্মকর্তা সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

মেহেরপুরে জিয়াউর রহমানের ৪৪তম শাহাদাত বার্ষিকীতে খাবার বিতরণ

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৪৪তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র উদ্যোগে গরিব, অসহায় ও দুঃস্থ মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়েছে। শুক্রবার (৩০ মে) বিকেল ৩টায় মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল প্রাঙ্গণে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

মানবিক এ উদ্যোগের নেতৃত্ব দেন জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। খাবার বিতরণকালে তিনি বলেন, “শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ছিলেন দেশের স্বাধীনতা ও

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অগ্রপথিক। তিনি দেশ ও মানুষের কল্যাণে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা গরিব-অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি। এভাবেই শহীদ জিয়ার আদর্শকে সমাজে ছড়িয়ে দিতে হবে।”

কর্মসূচিতে আরও উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ইলিয়াস হোসেন, আলমগীর খান ছাতু, ওমর ফারুক, রোমানা আহমেদ, পেশাজীবী আহ্বায়ক নাজমুল হক লিটন, ৫ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি,র সভাপতি আব্দুল সামাদ, ৬ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি’র সভাপতি আব্দুল কুদ্দুস, ওয়ার্ড বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক, ৭ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি’র সভাপতি ইয়ারুল হোসেনসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা।

বক্তারা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার আত্মত্যাগ ও অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন এবং তার রেখে যাওয়া আদর্শকে অনুসরণ করে দেশের গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠান শেষে শতাধিক অসহায় ও দরিদ্র মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়। দিনব্যাপী চলা এ কার্যক্রমে বিএনপি’র তৃণমূল পর্যায়ের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী অংশগ্রহণ করেন।

হরিণাকুণ্ডুতে দুই টাকায় এতিম শিশুদের দুপুরের খাবার

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার কন্যাদহ সিদ্দিকীয়া এতিমখানা (হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও লিল্লাহ বোডিং) এ “দুই টাকায় হাসি” প্রতি মাসের নিয়মিত আয়োজনের ১৪ তম পর্বে প্রায় ৫০ জন এতিম শিশুদের নিয়ে বুধবার দুপুরের খাবার হিসাবে সাদা ভাত, ডাল, গরুর মাংস ও দইয়ের আয়োজন করা হয়।

সেসময় উপস্থিত ছিলেন প্রগতি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সভাপতি সাজিদ মাহমুদ, “দুই টাকায় হাসি” পরিচালনা কমিটির সমন্বয়ক মোঃ রাশেদ আহম্মেদ, সহ-সমন্বয়ক মোঃ মারুফ হোসেন, মোঃ তুহিন মোল্যা,

আব্দুল্লাহ আল জুবায়ের, আবুল কালাম আজাদ, মোঃ আব্দুস সুবহান সহ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল সদস্যরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্বপ্নচারু একাডেমি অব ফাইন আর্টস এর পরিচালক শাহিন চারুদেশ সহ অন্যান্যরা।

প্রগতি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সভাপতি সাজিদ মাহমুদ বলেন, মহান আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমতে “দুই টাকায় হাসি” কর্মসূচি সুন্দর ও সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত হয়ে আসেছে। পরবর্তীতেও এটি চলমান থাকবে বলেও জানান। তিনি সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেছেন।

স্বপ্নচারু একাডেমি অব ফাইন আর্টস এর পরিচালক শাহিন চারুদেশ বলেন, প্রগতি সংগঠনের “দুই টাকায় হাসি” কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করে এবং এই কার্যক্রম শুধুমাত্র ঝিনাইদহে নয়, বরং পুরো দেশব্যাপী যেন চলমান থাকে এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

“দুই টাকায় হাসি” পরিচালনা কমিটির সমন্বয়ক মোঃ রাশেদ আহম্মেদ বলেন, এই কর্মসূচি সুবিধাবঞ্চিতদের মুখে হাসি ফোটানোর অন্যতম মাধ্যম। তাই সবসময় সকলের সহযোগিতা ও দোয়া কামনা করছি। আমরা যেন আরো দূর্বার গতিতে সামনে অগ্রসর হতে এবং এতিম ও সুবিধাবঞ্চিতদের মুখে হাসি ফোটাতে পারি।